

# ঐদক্ষীনতার পরিণাম



1st-March-2018

সাপ্তাহিক সূন্যতে ভরা ইজতিমার  
সূন্যতে ভরা বয়ান  
(Bangla)

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ ط  
 أَمَا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ط بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط  
 الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى أٰلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ  
 الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَعَلَى أٰلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ  
 نَوَيْتُ سُنَّتَ الْإِعْتِكَافِ

(অর্থাৎ আমি সুল্লাত ইতিকাহের নিয়ত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাহের নিয়ত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাহের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারণভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়য হয়ে যাবে। ইতিকাহের নিয়তও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি জন্যই হয়। ফতোওয়ায়ে শামীতে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাহের নিয়ত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ তায়ালার যিকির করণ অতঃপর যা ইচ্ছা করণ (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

## দরুদ শরীফের ফযীলত

সুলতানে দো'জাহান, রহমতে আলামিয়ান, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিনে ও বৃহস্পতিবার রাতে একশত (১০০) বার দরুদ শরীফ পাঠ করবে, আল্লাহ তায়ালার একশটি (১০০) অভাব পূর্ণ করবেন, সত্তরটি (৭০) আখিরাতের এবং ত্রিশটি (৩০) দুনিয়ার আর আল্লাহ তায়ালার একজন ফিরিশতা নিযুক্ত করে দিবেন, যে সেই দরুদে পাককে আমার কবরে এভাবে পৌঁছাবে, যেভাবে তোমাদেরকে উপহার পেশ করা হয়, নিঃসন্দেহে আমার ইলম (জ্ঞান) আমার ওফাতের পরও তেমনি থাকবে, যেমনটি আমার জীভদশায় রয়েছে।” (জমউজ জাওয়ামেয়ে লিস সুয়ুতী, ৭/১৯৯, হাদীস নং-২২৩৫৫)

তু যিন্দা হে ওয়াল্লাহ! তু যিন্দা হে ওয়াল্লাহ! মেরে চশমে আলম ছে চুপ জানে ওয়ালে।

(হাদায়িকে বখশিশ, ১৫৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে বয়ান শ্রবণ করার পূর্বে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ হচ্ছে: “نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ” মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)

### দু'টি মাদানী ফুল:

- (১) ভালো নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।
- (২) ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

### বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

☆ দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো।  
 ☆ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে ইলমে দ্বীনের সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ☆ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো।  
 ☆ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। ☆ تُوْبُّوا إِلَى اللَّهِ!، اذْكُرُوا اللَّهَ!، صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো।  
 ☆ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

### উদাসীনতার পরিণাম

কুফার বিচারক মুহাম্মদ বিন গাসসান رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: কোরবানীর ঈদের দিন আমি আমার আন্মাজানের খেদমতে উপস্থিত হলাম, তখন আমি সেখানে ফাঁটা পুরোনো ময়লাযুক্ত পোশাক পরিহিত অবস্থায় একজন বৃদ্ধাকে দেখলাম। তার কথা বলার ধরন আমার খুবই ভাল লাগলো। আমি আমার আন্মাজানকে জিজ্ঞাসা করলাম: এই মহিলা কে? তিনি বললেন: তোমার খালা আ'নিয়া, যে হারুনুর রশীদের ওয় .ীর জাফর বিন ইয়াহইয়া বরমকীর মা। আমি তাকে সালাম করলাম, তখন তিনি আমার সালামের উত্তর দিলেন। আমি তার সম্পর্কে জানতে চাইলাম এবং জিজ্ঞাসা করলাম: তার এই অবস্থা কিভাবে হলো? তখন তিনি বললেন: আমি উদাসীনতার

জীবন অতিবাহিত করেছি এবং সময় নষ্ট করাতে লিপ্ত ছিলাম, তখন যুগ আমার কাছ থেকে ফিরে গেলো, আমি বললাম: নিজের শান ও শওকতের কোন ঘটনা শুনান। বলতে লাগলো: অবশ্যই! একটি ছোট্ট ঘটনা শুনাচ্ছি, এ থেকে আমার শান ও শওকতের অনুমান করে নিও, আজ থেকে তিন বছর পূর্বে কোরআনীর ঈদে আমার নিকট চারশত উটনী ছিলো। আমার ছেলে রীতি অনুযায়ী আমার নিকট অলঙ্কারাদী এবং পোশাক ইত্যাদী ছাড়াও এক হাজার চারশত ছাগলের মাথা এবং তিনশত ষাঁড়ের মাথা পাঠালো, এরপরও আমার মনে হলো যে, আমার সন্তান অবাধ্য এবং আজ এই অবস্থা যে, আমি তোমার নিকট দু'টি ছাগলের চামড়ার জন্য এসেছি, যেনো তা দ্বারা পোশাক বানাতে পারি। কাযী সাহেব বললেন: তার অধঃপতনের কাহিনী শুনে আমি অনেক দুঃখিত হলাম এবং আমার চোখে পানি এসে গেলো, তখন আমার নিকট যে দীনার ছিলো আমি তাকে তা উপহার স্বরূপ দিয়ে দিলাম।

(বাহরুদ দুয়, আল ফসলুস সাদেস আশরা, ১০৫ পৃষ্ঠা)

নেহী দরকার ওহ খুশিয়াঁ, জু গাফলত কা বনে সা'মাঁ  
আতা কর আপনি উলফত আপনে পেয়ারে কা তু গম মাওলা

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৯৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

## উদাসীনতার কারণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসলেই যে ব্যক্তি দুনিয়াবী নেয়ামতের প্রতি আসক্ত, যে আখিরাত সম্পর্কে উদাসীনতার বশবর্তী হয়ে যায়।

## উদাসীতা কি?

উদাসীনতা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে সে ভুল যা মানুষের অসতর্কতার কারণে সৃষ্টি হয়ে থাকে। (বাতেনী কিমারৌ কি মালুমাত, ১৭৯ পৃষ্ঠা) উদাসীনতা বান্দাকে গুনাহে লিপ্ত করে দেয়। উদাসীনতা বান্দাকে নেকী থেকে দূরে করে দেয়। উদাসীনতা (Carelessness) রব (আল্লাহ) তায়ালার অসন্তুষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আল্লাহ তায়ালার আমাদেরকে দুনিয়ায় অসংখ্য নেয়ামত দান করেছেন, ভাল ব্যবসা ও চাকুরী আল্লাহ তায়ালার নেয়ামত। পিতামাতার জন্য সন্তানও নেয়ামত কিন্তু মনে রাখবেন! যেকোন দুনিয়াবী

নেয়ামতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত লিপ্ত হওয়া উদাসীনতা এবং ক্ষতির কারণ। যেমনটি ২৮তম পারার সূরা মুনাফিকুনের ৯ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ  
أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ  
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَيْرُونَ ﴿٩﴾

(পারা ২৯, সূরা মুনাফিকুন, আয়াত ৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ, না তোমাদের সন্তান-সন্ততি কোন কিছুই যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন না করে; এবং যে কেউ তেমন করে, তবে ওই সমস্ত লোক ক্ষতির মধ্যে রয়েছে।

এই আয়াতে মোবারাকায় ঈমানদারদেরকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে যে, হে ঈমানদারগণ! মুনাফিকদের ন্যায় তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের সন্তান সন্ততি যেনো তোমাদেরকে আল্লাহ তায়ালায় স্মরণ থেকে উদাসীন করে না দেয় এবং যে এরূপ করবে, দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে দীনকে ভুলে যাবে, সম্পদের ভালবাসায় নিজের অবস্থার প্রতি ভ্রক্ষেপ করবে না আর সন্তানের খুশির জন্য আখিরাতের প্রশান্তি থেকে উদাসীন থাকবে তবে এরূপ লোকই ক্ষতির সম্মুখীন হবে, কেননা তারা নশ্বর দুনিয়ার পেছনে পড়ে আখিরাতের ঘরের অবিশ্বর নেয়ামতের প্রতি ভ্রক্ষেপ করলো না।

(খাশিন, আল মুনাফিকুন, ৯ নং আয়াতের পাদটিকা, ৪/২৭৪। মাদারিক, আল মুনাফিকুন, ৯ নং আয়াতের পাদটিকা, ১২৪৫ পৃষ্ঠা)

আফসোস, শত কোটি আফসোস! আজকাল আমরা মুসলমানদের আমলী অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে যাচ্ছে। সম্পদ আধিক্যের ধ্যানে মগ্ন এবং সম্পদ উপার্জনের জন্য আমরা বিভিন্ন দেশে তো যাই, কিন্তু কয়েক কদম দূরত্বে মসজিদে উপস্থিত হওয়াকে এড়িয়ে চলে, নিজের বাড়ির ডেকোরেশনের (Decoration) জন্য পানির ন্যায় টাকা খরচ করে, কিন্তু আল্লাহ তায়ালায় পথে খরচ করতে দ্বিধাবোধ করে, এমনকি অনেকে ফরয হওয়ার পরও যাকাত আদায় করে না, সম্পদ বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন পন্থা তো অবলম্বন করা হয় কিন্তু নেকীতে বরকতের ব্যাপারে অলসতা অবলম্বন করে। মনে রাখবেন! এখনই সময়, উদাসীনতা থেকে জাহত হয়ে দ্রুত তাওবা করে নিন, এমন যেনো না হয় যে, মৃত্যু হঠাৎই আলোকজ্বল কক্ষের আরামদায়ক বিছানা থেকে উঠিয়ে পোকা মাকড়ে ভরা অন্ধকার কবরে গুইয়ে দেবে অতঃপর চিৎকার করতে থাকবে যে, হে মালিক! আমাকে আবাবো দুনিয়ায় পাঠাও,

সেখানে গিয়ে অধিকহারে তোমার ইবাদত করবো, নিজের সমস্ত সম্পদ তোমার পথে বিলিয়ে দিবো, পাঁচ ওয়াজ নামায জামাআত সহকারে মসজিদের প্রথম সারিতে তাকবীরে উলা (প্রথম তাকবীর) সহকারে আদায় করবো, মনে রাখবেন! সেই সময়ের চিৎকার চেচামেচি কোন উপকারে আসবে না, কেননা কোরআনে পাকে এই ব্যাপারে পূর্ব থেকেই সতর্ক করে দিয়েছেন। যেমনটি ২৮তম পারার সূরা মুনাফিকুনের ১০ ও ১১ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

وَ أَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ  
يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ نَوْلَا  
أَخْرَجْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصْدَقْ وَ  
أَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠﴾ وَ لَنْ يُؤَخِّرَ  
اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَ اللَّهُ  
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١١﴾

(পারা ২৮, সূরা মুনাফিকুন, আয়াত ১০, ১১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং আমার প্রদত্ত (রিযিক) থেকে কিছু আমার পথে ব্যয় করো এর পূর্বে যে, তোমাদের মধ্যে কারো নিকট মৃত্যু এসে পড়বে। অতঃপর বলতে থাকবে, ‘হে আমার রব! তুমি আমাকে কিছু সময়ের জন্য কেন অবকাশ দিলে না? যাতে আমি দান-সাদকা করতাম এবং সৎকর্ম পরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত হতাম! এবং কখনো আল্লাহ কোন প্রাণকে অবকাশ দেবেন না যখন তার প্রতিশ্রুতি (নির্ধারিত সময়) এসে পড়বে এবং তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ জ্ঞাত।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো, মৃত্যুর সময় মানুষ উদাসীনতা থেকে জাহ্রত হয়ে যায় এবং সে সেই সময় খুবই আফসোস করে যে, আহ! আমি যদি আরেকটু সময় পেতাম এবং আমি নেক আমল করে নিতাম, আহ! আমি যদি আমার জীবন উদাসীনতায় অতিবাহিত না করতাম, আহ! আমি যদি রব তায়ালাকে সন্তুষ্ট করে নিতাম কিন্তু এখন অনুশোচনা করে কোন লাভ হবে না। সুতরাং বুদ্ধিমান (Wise) সেই, যে নিজের জীবনে উদাসীনতা থেকে জাহ্রত থেকে নেকীর ভান্ডার জমা করে নেয় এবং সূনাতের মাদানী প্রদীপ কবরে সাথে নিয়ে যায় আর এভাবেই কবরে আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করে নেয়, নয়তো আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর অসন্তুষ্টি, আফসোস ও অপদস্ততা করা ছাড়া কিছুই হাতে আসবে না।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

## সম্পদ বন্টন করারও সুযোগ পায়নি

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার ৪১৭ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব “ইহইয়াউল উলুম কা খোলাসা” এর ৩৮৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে; হযরত সাযিয়্যুনা আবু বকর বিন আব্দুল্লাহ মুযনী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: বনী ইসরাঈলে এক ব্যক্তি সম্পদ জমা করলো। যখন তার মৃত্যু সন্নিকটে এলো তখন সে সন্তানদের বলতে লাগলো: আমাকে আমার বিভিন্ন সম্পদ দেখাও, তখন তার নিকট অনেক ঘোড়া, উট এবং গোলাম আনা হলো। যখন সে এসব কিছু দেখলো তখন অনুতপ্ত হয়ে কাঁদতে লাগলো। মালাকুল মউত عَلَيْهِ السَّلَام তাকে কাঁদতে দেখে বললেন: কেন কাঁদছো? ঐ সত্তার শপথ, যিনি তোমাকে সব কিছু দিয়েছেন! যতক্ষণ আমি তোমার রুহ এবং দেহকে পরস্পর থেকে পৃথক করবো না, এখান থেকে যাবো না। সে বললো: আমাকে কিছুক্ষণ সময় দিন, আমি এই সম্পদ সমূহ বন্টন করে দিই। ফিরিশতা বললেন: এখন আর তোমাকে সুযোগ দেয়া হবে না, তুমি এই কাজ তোমার মৃত্যু আসার পূর্বেই কেন করোনি। অতঃপর মালাকুল মউত عَلَيْهِ السَّلَام তার রুহ কবয় করে নিলেন।

বে ওয়াফা দুনিয়া পে মত কর এখতেবার  
মউত আ'কর হে রাহে গী ইয়াদ রাখ!  
তেরি তা'কত তেরা ফন উহদা তেরা  
করলে তাওবা রব কি রহমত হে বড়ী

তু আচানক মউত কা হোগা শিকার  
জান জা কর হি রাহে গী ইয়াদ রাখ!  
কুহ না কাম আ'য়ে গা সরমায়া তেরা  
কবর মে ওয়ারনা সাজা হোগী কড়ী

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৭১১-৭১২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

## অতুলনীয় অনুশোচনা

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সাযিয়্যুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন, হযরত সাযিয়্যুনা শায়খ আবু আলী দাক্বাক رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: একদা একজন অনেক বড় আল্লাহর ওলী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ কাঠিন রোগে আক্রান্ত হলেন, আমি তাঁর শশ্রুয়ার জন্য উপস্থিত হলাম, আমি তাঁর আশেপাশে তাঁর ছাত্রদের বসা দেখলাম, ঐ বুয়ুর্গ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ কাঁদছিলেন, আমি আরয় করলাম: হে শায়খ! আপনি কি দুনিয়ার জন্য কাঁদছেন? তিনি বললেন: না! বরং নামায় কাযা হওয়ার দরুণ কাঁদছি। আমি আরয় করলাম: আপনি তো ইবাদত গুজার ব্যক্তি ছিলেন, আবার

নামায় কাযা কিভাবে হলো? বললেন: আমি যখনই নামায় আদায় করেছি তখন তা আদায় করেছি অলসতার সহিত আর যখন সিজদা থেকে মাথা উঠিয়েছি তখন তা উঠিয়েছি উদাসীনতার সহিত আর এখন উদাসীন অবস্থাই মৃত্যু বরন করছি।

(মুকাশাফাতুল কুলুব, ২২ পৃষ্ঠা)

### শুধুমাত্র দাবী করা হচ্ছে অহেতুক:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! আল্লাহ তায়ালার নেক বান্দারা সর্বদা আল্লাহ তায়ালার স্মরণে সময় অতিবাহিতকারী এবং প্রতি মুহুর্তে আখিরাতের চিন্তায় বিভোর থাকার পরও নিজের ইবাদত ও রিয়াযতকে কোন প্রকার গুরুত্বই দিতেন না এবং আল্লাহ তায়ালার অমুখাপেক্ষীতার প্রতি ভীত হয়ে কান্নাকাটি করতেন কিন্তু আমরা উদাসীনদের অবস্থা হলো যে, প্রথমতঃ নেকীতো করিই না এবং যদি কোন নেকীর কাজ করেও নিই, যতক্ষণ পর্যন্ত দু-চারজন লোকের মুখ থেকে নিজের সুনাম না গুনি, শাস্ত হতে পারি না, আল্লাহ তায়ালার নেককার বান্দারা গুনাহ থেকে নিরাপদ থাকার পরও সর্বদা তাঁর ভয়ে কাঁপতে থাকে এবং অশ্রু বিসর্জন দিতে থাকে কিন্তু আমরা উদাসীনরা দিনরাত নির্দিধায় গুনাহে লিপ্ত থাকার পরও এতটুকুও ভয় করিনা এবং ভাব এমন দেখাই যে, আমাদের মতো নেককার কেউ নাই। আমাদেরকে এই উদাসীনতা থেকে সজাগ করতে হযরত সাযিয়্যুনা শকীক বলখী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলে: মানুষ তিনটি কথা শুধু মুখ থেকেই বলে কিন্তু এর বিরোধিতা করে। (১) বলে যে, আমরা আল্লাহ তায়ালার বান্দা, কিন্তু কাজ গোলামের মতো নয় স্বাধীনদের ন্যায় নিজের মর্জি মতো করে থাকে। (২) বলে যে, আল্লাহ তায়লাই আমাদের রিযিকদাতা, কিন্তু তাদের মন দুনিয়া এবং দুনিয়াবী সম্পদ অর্জন করা ছাড়া শাস্তই হয় না এবং তা তাদের উজির সম্পূর্ণ বিপরীত। (৩) বলে যে, একদিন আমাদের মরতে হবে কিন্তু এমন কাজ করে, যেনো তাদের কোনদিন মরতেই হবে না। (মুকাশাফাতুল কুলুব, ৪৫ পৃষ্ঠা)

হে ইহা সে তুঝ কো জা'না একদিন, কবর মে হোগা ঠিকানা একদিন,  
মুহ খোদা কো হে দেখানা একদিন, আব না গাফলত মে গুনওয়ানা একদিন।  
একদিন মরনা হে আ'খের মউত হে, করলে জু করনা হে আ'খের মউত হে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ



প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকাল আসলেই আমাদের অবস্থা এরূপ হয়ে যাচ্ছে যে, আমরা দুনিয়া অর্জনের জন্য তো অনেক প্রচেষ্টা চালাই কিন্তু আখিরাতের চিন্তা ভাবনা থেকে একেবারে উদাসীন থাকি, দিনরাত সম্পদশালী হওয়ার জন্য সোনালী স্বপ্ন তো দেখি, উন্নতমানের গাড়িতে ঘুরা, নিত্য নতুন ফ্যাশানে সজ্জিত হওয়ার চেষ্টা করে থাকি কিন্তু আমরা এটাও ভুলে যাই যে, একদিন আমাদেরকে মরতে হবে এবং এই রংবেরঙের দুনিয়াকে ছেড়ে খালি হাতে এখান থেকে যেতে হবে। কিন্তু আমাদের মধ্যে কারো জানা নেই যে, আমাদের মৃত্যু কবে আসবে, আজকের দিন আমাদের জীবনের শেষ দিন হবে নাকি আগামী রাতটিই আমাদের জীবনের শেষ রাত হবে, বরং আমাদের নিকট তো এরও জামানত নেই যে, একটির পর আরেকটি নিঃশ্বাস নিতে পারবো নাকি পারবো না? সম্ভবত যে নিঃশ্বাস আমরা টেনে নিয়েছি তাই শেষ নিঃশ্বাস, আরেকটি নিঃশ্বাস নেয়ার সুযোগই পাবো না। প্রত্যেকদিন এই সংবাদ পেতে থাকি যে, অমুক ব্যক্তি একেবারে সুস্থ ছিলো, তার এমন কোন রোগও ছিলো না, কিন্তু হঠাৎ হার্ট ফেল হয়ে মুহূর্তেই মৃত্যুর ঘাট পার হয়ে গেলো। আসুন! নিজেকে উদাসীনতা থেকে জাগ্রত করতে দু'টি শিক্ষণীয় ঘটনা শ্রবণ করি এবং গুনাহ থেকে তাওবা করে নেকীর কাজে মনোনিবেশ করি।

## (১) বন্যার পানিতে ডুবে গেলো

বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি বন্যা (Flood) প্রবণ স্থানে নিজের বাড়ি বানালো। যখন তাকে বলা হলো যে, এটি খুবই বিপদজনক স্থান, এখান থেকে সরে যান। তখন সে বললো: আমি জানি যে, এই স্থানটি বিপদজনক, কিন্তু এর সৌন্দর্য্য এবং সজীবতা আমাকে অবাক করে দিয়েছে। তাকে বলা হলো যে, সকল উজ্জল্য এবং সৌন্দর্য্য জীবনের সাথেই নিহিত, সুতরাং নিজের প্রাণের নিরাপত্তা বিধান করো, নিজেকে বিপদে পতিত করো না। সে বললো: আমি এই স্থান কখনোই ছাড়বো না। অতঃপর এক রাতে ঘুমন্ত অবস্থাতেই বন্যা এলো এবং সে এতে ডুব মরে গেলো।

(উম্মুল হিকায়াত, ৪৪৬ পৃষ্ঠা)

## (২) বিয়ের আশা ধুলোয় মিশে গেলো

সরদারাবাদ (ফয়সালাবাদ) এল মেডিকেল কলেজের ফাইনাল ইয়ারের একজন মেধাবী ছাত্র তার বন্ধুদের সাথে পিকনিকে গেলো। পিকনিক পয়েন্টে গিয়ে

তার বন্ধুরা নদীতে সাঁতার কাটতে নামলো, কিন্তু তারা ডুবতে লাগলো, ভবিষ্যতের ডাক্তার তাদের বাঁচানোর প্রচেষ্টায় পানিতে বাঁপ দিলো, কিন্তু সে তো সাঁতার জানতো না, সুতরাং সে নিজেও ফেঁসে গেলো। ভাগ্যক্রমে তার বন্ধুরা তো যেকোন ভাবে পানি থেকে উঠতে সফল হলো কিন্তু আহ! ভবিষ্যতের ডাক্তার বেচারী মৃত্যুর ঘাট অতিক্রম করলো। বিলাপ শুরু হয়ে গেলো, মা বাবার বৃদ্ধ বয়সের সাহারা পানির চেউয়ে চলে গেলো, মা বাবার সোনালী স্বপ্ন পূরণ হলো না এবং বেচারী মেধাবী ছাত্র

**M.B.B.S** ফাইনাল পরীক্ষার ফলাফল পাওয়ার পূর্বেই কবরে পৌঁছে গেলো।

মিলে থাক মে আহলে শাঁ কেয়ছে কেয়ছে      মকী হো গেয়ে লা মকী কেয়ছে কেয়ছে  
হোয়ে নামুর বে নিশান কেয়ছে কেয়ছে      যমীন খা গেয়ী নওজোয়ান কেয়ছে কেয়ছে  
জাগা জি লাগানে কি দুনিয়া নেহী হে      ইয়ে ইবরত কি জা হে তামাশা নেহী হে

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ!      صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উদাসীনতার নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়ে যান এবং আখিরাতে ভাবনা সৃষ্টি করুন আর মৃত্যুর পূর্বে মৃত্যুর প্রস্তুতি গ্রহণ করে নিন। যদি আমরা এভাবেই দুনিয়াবী ভোগ বিলাসে ডুবে থাকি এবং হঠাৎ কোন দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে, কোন দূর্ঘটনার শিকার হয়ে বা হঠাৎই আমাদের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যায় এবং আমরা মৃত্যুর ঘাট অতিক্রম করে নিই তবে অনুশোচনা করা আমাদের আর কিছু করার থাকবে না। নিজের মন ও মনন থেকে এই আত্মতৃপ্তি বের করে দিন যে, এখনো আমার বয়সই বা কতো, সুস্থ সবল মানুষ, এখনো তো দীর্ঘ জীবন পড়ে আছে, শেষ বয়সে নেকী করে নিবো। মনে রাখবেন! মৃত্যু শুধু বয়স্ক বা অসুস্থতার কারণে আসে না বরং সুস্থ সবল হাস্যজ্জল যুবকরাও হঠাৎ মৃত্যুর শিকার হয়ে অন্ধকার কবরে চলে যায়। এই দুনিয়ার অবস্থা একটি রাস্তার মতোই, যা অতিক্রম করার পরই আমরা গন্তব্যে পৌঁছাতে পারবো, এখন সেই গন্তব্য জান্নাত হবে নাকি জাহান্নাম! তা এই বিষয়ের উপর নির্ভর করে যে, আমরা এই সফর কিভাবে অতিক্রম করেছি! আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রাসূল صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর আনুগত্যে অতিবাহিত করেছি নাকি অবাধ্যতায়? আফসোস! তার জন্য, যে দুনিয়ার রঙ তামাশা দেখার পরও এর প্রতারণায় লিপ্ত থাকে এবং মৃত্যু থেকে একেবারেই উদাসীন হয়ে যায়।

## দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী এবং আখিরাত চিরস্থায়ী

আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رضي الله تعالى عنه নিজের সর্বশেষ খোতবায় (Last Sermon) যা বলেছেন, তাতে এটাও ছিলো: আল্লাহ তায়ালা তোমাদের দুনিয়া শুধুমাত্র এই কারণেই দান করেছেন যে, তোমরা যেনো এর মাধ্যমে আখিরাতের প্রস্তুতি নিতে পারো। এজন্য দান করেননি যে, তোমরা এরই হয়ে থাকবে, নিঃসন্দেহে দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী এবং আখিরাত হচ্ছে চিরস্থায়ী। তোমাদেরকে ধ্বংসশীল (দুনিয়া) যেনো পথভ্রষ্ট করে চিরস্থায়ী (আখিরাত) থেকে উদাসীন করে না দেয়, ধ্বংস হয়ে যাওয়া দুনিয়াকে অনন্তকাল থাকা আখিরাতের উপর প্রাধান্য দিয়ে না, কেননা দুনিয়া বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা দিকে ফিরে যেতে হবে। আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো কেননা তাঁর ভয় তাঁর আযাবের মাঝে ঢাল স্বরূপ আর তা তাঁর নিকট পৌঁছার মাধ্যম।

(মওসুআতু ইবনে আবিদ দুনিয়া, কিতাবু যম্বুদ দুনিয়া, ৫/৮৩, হাদীস নং-১৪৬)

চন্দ রোযা হে ইয়ে দুনিয়া কি বাহার

ওমর আপনি ইয়ুঁ না গাফলত মে গুজার

এক দিন মরনা হে আখির মউত হে

দিল লাগা ইস সে না গাফিল যি নাহার

হুশিয়ার এয়্য মাহফে গাফলত হুশিয়ার

করলে জু করনা হে আখির মউত হে

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের জীবনের এক একটি মুহূর্ত খুবই মূল্যবান এবং আমাদের জীবন সর্বদা দ্রুত গতিতে কমে যাচ্ছে। সুতরাং বুদ্ধিমানের প্রমাণ দিয়ে এই নশ্বর দুনিয়ার প্রতারণায় লিপ্ত না হয়ে স্বর্ণ ও মনি মুক্তার চেয়েও বেশি মূল্যবান মুহূর্তের অমর্যাদা করার পরিবর্তে তাকওয়া ও পরহেযগারীতা অবলম্বন করণ, নিজের দিনরাতকে অহেতুকতা এবং দুনিয়াবী আরাম আয়েশে নষ্ট করবেন না, শরীয়াত যে কাজের আদেশ দিয়েছে তা আদায়ে অবহেলা করবেন না এবং যা থেকে নিষেধ করেছে তা থেকে বিরত থাকতে মুহূর্ত পরিমাণও দেরি করবেন না। আমাদেরকে কোরআন ও হাদীসে নামায়ের আদেশ দেয়া হয়েছে কিন্তু আমরা উদাসীনতার কারণে নামায় আদায় করি না অথচ নামায় হচ্ছে হুকুগ্লাহ (আল্লাহ তায়ালা হক সমূহ) এর মধ্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ফরয। নামায় হচ্ছে দ্বীনের স্তম্ভ, নামায় দ্বারা গুনাহ ক্ষমা হয়, নামায় রোগবালাই থেকে বাঁচায়, নামায় দোয়া কবুলের

মাধ্যম এবং জেনে শুনে নামায ত্যাগকারীর নাম জাহান্নামের দরজায় লিখে দেয়া হয়। শরীয়াত আমাদেরকে নিসাবের মালিক হওয়াবস্থায় সারা বছরে একবার নিজের সম্পদের যাকাত বের করার আদেশ দিয়েছে, আমরা শুধুমাত্র সম্পদ অর্জনে তো লিপ্ত আছি কিন্তু এর হক আদায় করাতে উদাসীন অথচ যাকাত দেয়াতে সম্পদে বরকত হয়, যাকাত দেয়াতে পরিবারে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়, যাকাত দেওয়াতে আল্লাহ তায়ালার রহমত অবিরাম বর্ষণ হয়, যাকাত দেওয়াতে বিপদাপদ দূর হয়, যেমনটি প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেন: যে নিজের সম্পদের যাকাত আদায় করে দেয়, তবে আল্লাহ তায়ালার তার কাছ থেকে অমঙ্গল দূর করে দেন। (আল মুজাম্মুল আওসাত, বাবুল আলফ মিন ইসমুহ আহমাদ, হাদীস নং-১৫৭৯, ১ম খন্ড, ১৩৪ পৃষ্ঠা) শরীয়াত আমাদেরকে বছরে একবার রমযানের রোযা রাখার আদেশ দিয়েছে, কিন্তু আমরা উদাসীনতায় পর্যবসিত হয়ে আছি এবং রোযা না রাখার পাশাপাশি খোলামেলা খাওয়া দাওয়া করাতে লজ্জাবোধ করি না, মনে রাখবেন! রোযা রাখাকে যেমনিভাবে শরীয়াতের আনুগত্য করা হয়, তেমনিভাবে এর অসংখ্য শারীরিক উপকারীতাও রয়েছে। যেমন; রোযা রাখাতে পাকস্থলির ব্যথা এবং এর রোগবলাই ঠিক হয়ে যায় এবং পরিপাক প্রক্রিয়া সুচারু হয়ে যায়। রোযা সুগার লেবেল, কোলেস্ট্রল এবং ব্লাড প্রেসারে নরমাল করে দেয় এবং এর কারণে হার্ট এ্যাটাকের ভয় থাকে না। রোযাবস্থায় রক্তের পরিমাণ কমে যায় এবং এর কারণে হৃদপিণ্ডে খুবই উপকারী আরাম অনুভূত হয়। রোযা রাখার দ্বারা শরীরিক ক্ষয়, মানসিক চাপ, ডিপ্রেসন এবং মানসিক রোগবলাই ধ্বংস হয়ে যায়। রোযা রাখাতে মেদ কমে যায় এবং অতিরিক্ত চর্বি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। রোযা রাখার ফলে সন্তানহীন মহিলা কোল জুড়ে সন্তান আসার সম্ভাবনা (Possibilities) কয়েকগুণ বেড়ে যায়। (সীরাতুল জিলান, ১/২৯৩)

রোযার বিস্তারিত বিধানাবলী জানার জন্য শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুনাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ এর বিশ্ব বিখ্যাত রচনা ফয়যানে রমযান (সংশোধিত) এর অধ্যয়ন অতিশয় উপকারী সাব্যস্ত হবে। এছাড়াও শরীয়াত যে কাজ সমূহের আদেশ দিয়েছে তার ফযীলত জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব “জান্নাত মে লে জানে ওয়ালে আমাল” এবং যে কাজ থেকে বিরত থাকার আদেশ দিয়েছে সেগুলোর ধ্বংসযজ্ঞতা জানার জন্য “জাহান্নাম মে লে জানে ওয়ালে আমাল (১ম ও ২য় খন্ড)” অধ্যয়ন করুন।

মুখতসর সি জিন্দেগী হে ভাইয়ু! নেকীয়াঁ কিজিয়ে না গাফলত কিজিয়ে।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৫০৯ পৃষ্ঠা)

صَلِّ عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

## ১২টি মাদানী কাজের মধ্যে একটি মাদানী কাজ “মাদানী দাওরা”

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের শুধু নিজের জীবন রব তায়ালার আনুগত্য ও বাধ্যতায় অতিবাহিত করবো না, বরং অপর ইসলামী ভাইদেরও আখিরাতের ভাবনা সৃষ্টি করার জন্য তাদেরও দা’ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত করা উচিত এবং নেকীর দাওয়াত প্রসার করার জন্য যেহী হালকার ১২টি মাদানী কাজে স্বঃতস্কূর্ত ভাবে অংশগ্রহণ করুন। ১২টি মাদানী কাজের মধ্যে সাপ্তাহিক একটি মাদানী কাজ হচ্ছে “মাদানী দাওরা”, যার মাধ্যমে ঘরে ঘরে, দোকানে দোকানে গিয়ে মানুষদেরকে নেকীর দাওয়াত দেয়া হয়, নেকীর দাওয়াত দেয়া তো এমন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব যে, সকল আশিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام বরং স্বয়ং সৈয়্যদুল আশিয়া মাহবুবে খোদা, হযুর صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কেও এই উদ্দেশ্যেই দুনিয়ায় প্রেরণ করা হয়েছে, الْحَسْبُ اللَّهُ وَعَزَّوَجَدَّ এই মাদানী কাজের অসংখ্য দ্বীনি ও দুনিয়াবী উপকারীতা (Benefits) রয়েছে, ❀ “মাদানী দাওরা” এর বরকতে মুসলমানদের সাথে সাক্ষাত ও সালামের সুন্নাত প্রসার হয়। ❀ “মাদানী দাওরা” এর বরকতে ইলমে দ্বীন এবং নেকীর দাওয়াতের মূল্যবান মাদানী ফুল উন্মতে মুসলিমা পর্যন্ত পৌঁছানো যায়। ❀ “মাদানী দাওরা” এর বরকতে বেনামাযীদের নামাযী বানানোতে অনেক সাহায্য অর্জিত হয়। ❀ “মাদানী দাওরা” এর বরকতে দা’ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের প্রসার ও সুনাম হয় এবং যে ইসলামী ভাই “মাদানী দাওরা”য় অংশগ্রহণ করে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ তাদের এভাবে দোয়া করেন।

জু নেকী কি দাওয়াত কি ধুমে মাচায়ে, মে দেয়তা হৌঁ উস কো দোয়ায়ে মদীনা।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩৬৯ পৃষ্ঠা)

আসুন! উৎসাহ গ্রহণার্থে মাদানী দাওয়ার একটি মাদানী বাহার শ্রবণ করি এবং নিয়মিত মাদানী দাওরা করার নিয়ত করে নিই।

## মসজিদ আবাদ হয়ে গেলো

বাবুল মদীনার (করাচী) এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা হলো, আমাদের মাদানী কাফেলা পাঞ্জাব শহরের একটি মসজিদে পৌঁছলো। দরজা তালা লাগানো

অবস্থায় ছিলো, অনেক চেষ্টা করে চাবি জোগাড় করলাম, দরজা খুলতেই দেখলাম চারিদিকে ধুলোবালিতে ভরা, এমন লাগছে যেনো অনেকদিন ধরে মসজিদ বন্ধ হয়ে আছে, আমরা মিলেমিশে পরিস্কার করলাম, আসরের নামাযের পর মাদানী দাওরা করার জন্য খেলার মাঠে গেলাম এবং খেলায় রত যুবকদেরকে নেকীর দাওয়াত দিলাম। **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ** অনেক যুবক সাথে সাথেই আমাদের সাথে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলো, মসজিদে এসে আমাদের সাথে নামায পড়ার এবং সুন্নাতে ভরা বয়ান শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করলো, আমাদের ইনফিরাদী কৌশিশে তারা মসজিদটিকে আবাদ করার নিয়ত করে নিলো। এই দৃশ্য দেখে সেখানে বিদ্যমান ৭০ বছরের এক বৃদ্ধ অশ্রুসিক্ত হয়ে বলতে লাগলো: আমি তো মানুষদেরকে মসজিদ আবাদ করার জন্য বলতে থাকতাম, কিন্তু আমার কথা কেইবা শুনতো? **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ** আজ আশিকানে রাসূলের বরকতে আমাদের মসজিদ আবাদ হয়ে গেলো।

না নেকী কি দাওয়াত মে সুসতি হো মুঝ সে, বানা শায়িখে কাফেলা ইয়া ইলাহী!

(ওয়সায়িলে বখশীশ, ১০৩ পৃষ্ঠা)

**صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ**

## স্বর্ণের ইট

বর্ণিত আছে, এক নেককার ব্যক্তি কোন এক জায়গায় একটি স্বর্ণের ইট পেলেন। তিনি সম্পদের মোহে মত্ত হয়ে সারা রাত বিভিন্ন ধরণের কল্পনা করতে লাগলেন। এখন আমি এই সম্পদ দিয়ে ভাল ভাল খাবার খাবো, উন্নত মানের পোশাক পরিধান করবো আর বাড়ীতে অনেক চাকর রাখবো। মোটকথা সম্পদশালী হয়ে যাওয়ায় কারণে আরাম আয়েশের ধ্যান করতে করতে একেবারে চিন্তিত হয়ে ঐ রাতে আল্লাহ তায়ালার ধ্যান থেকে সম্পূর্ণভাবে উদাসীন হয়ে গেলেন। ভোরবেলা মাথায় এ সমস্ত কল্পনা করতে করতে ঘর থেকে বের হয়ে পড়লেন, ঘটনাক্রমে তিনি এক কবরস্থানের (Graveyard) পাশ দিয়ে অতিক্রম করতে লাগলেন। তিনি দেখলেন, এক ব্যক্তি একটি কবরের উপর থেকে মাটি নিয়ে ইটের খামির তৈরি করছে। এ দৃশ্য দেখে হঠাৎ তাঁর চোখ থেকে উদাসীনতার পর্দা সরে গেলো। অনবরত তাঁর চোখ দিয়ে পানি বের হতে লাগলো। তিনি ভাবতে লাগলেন, হায়! হয়তো মানুষেরা আমার মৃত্যুর পর আমার কবর থেকেও মাটি নিয়ে এমনভাবে ইটের খামির তৈরি করবে। আহ! আমার এ সম্পদ দ্বারা বহু কষ্টের বিনিময়ে নির্মিত

সুউচ্চ অট্রালিকা ও উত্তম পোশাক-পরিচ্ছদ সবই এখানে পড়ে থাকবে। তাই স্বর্ণের ইটের প্রতি মন লাগিয়ে অস্থায়ী সুখভোগে লালায়িত হওয়া হবে সম্পূর্ণ বোকামী। হ্যাঁ, যদি মন লাগাতেই হয়, তাহলে আমার প্রিয় প্রিয় আল্লাহ তায়ালায় প্রতিই লাগানো উচিত। এ সমস্ত চিন্তা ভাবনা করে শেষ পর্যন্ত তিনি স্বর্ণের ইট ফেলে দিলেন এবং দুনিয়া বিমুখতা এবং অল্পেতুষ্টিতার পথই বেছে নিলেন। (উদাসীনতা, ৪ পৃষ্ঠা)

গো পেশে নয়র কবর কা পুর হোল গাড়া হে, আফসোস! মগর ফির ভি ইয়ে গাফলত নেহী জাতি।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩৮-২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসলেই ধন সম্পদ এমন এক জিনিস যা মানুষকে আল্লাহ তায়ালা থেকে উদাসীন করে দেয়। এই ঘটনায় সর্বদা ধন সম্পদের লোভে (Greed) লিপ্ত, সম্পদ অর্জনের কামনায় হালাল ও হারামের পার্থক্য ভুলে যাওয়া এবং শুধু ধন সম্পদেরই জীবনের প্রশান্তি অন্বেষণকারীদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। মনে রাখবেন! সম্পদ দ্বারা তো ঔষধ কেনা যায়, আরোগ্য নয়। সম্পদ দ্বারা বন্ধু তো পাওয়া যাবে কিন্তু বিশ্বাস নয়। সম্পদের কারণে উত্তমভাবে জীবন তো অতিবাহিত করা যাবে কিন্তু এর মাধ্যমে মৃত্যু তো বিলম্বিত করা যাবে না। সম্পদ দ্বারা প্রসিদ্ধি তো অর্জন করা যাবে কিন্তু সম্মান নয়। সম্পদ দ্বারা ভাল বাড়ি, গাড়ি এবং উন্নতমানের পোশাক তো কেনা যাবে কিন্তু একে ভুল কাজে ব্যবহার করে রব তায়ালায় সন্তুষ্টি এবং তাঁর হাবীব صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর শাফায়াতের অধিকারী হওয়া যাবে না। মনে রাখবেন! দুনিয়ার সকল কঠিন কাজকে সহজ করার জন্য সম্ভবত আমাদের সম্পদ কাজে আসতে পারে কিন্তু আমাদের মন্দ আমলের কারণে যদি কবরে আযাব দেয়া হয় তবে কি সেখানেও এই সম্পদ কাজে আসবে? মুনকার নাকীরের প্রশ্নাবলীর উত্তর দিতে পারছেন না, তবে কি তখনও আমরা আমাদের সম্পদ দ্বারা উপকৃত হতে পারবো? কবরে সাপ বিচ্ছু আক্রমণ করলে কি আমাদের সম্পদ তা থেকে মুক্তির উপায় হতে পারবে? কিয়ামতের দিনের ভয়াবহতায় কি আমাদের সম্পদ প্রশান্তি ও আরামের মাধ্যম হতে পারবে? জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেতে কি আমাদের সম্পদ কাজে আসবে? না, কখনো নয় বরং এই কঠিন পরিস্থিতি থেকে মুক্তির জন্য আমাদের ঐ নেক আমলই মাধ্যম হবে, যা থেকে আজ আমরা উদাসীন।

## আমি কিভাবে খুশি থাকবো?

হযরত সায্যিদুনা আউন বিন আব্দুল্লাহ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: আফসোস! আমি কতইনা উদাসীনতা অবলম্বন করি? অথচ আমার কাছ থেকে হিসাব নিকাশ নেওয়াতে কোনরূপ উদাসীনতা প্রদর্শন করা হবে না, আমার জীবন কিভাবে আনন্দময় হতে পারে? অথচ আমার সামনে একটি কঠিন দিন রয়েছে, আমি আমলে নিপুণতা কেন অবলম্বন করি না, অথচ আমি জানি না যে, আমার মৃত্যু কখন হবে, আমি কিভাবে খুশি থাকবো? অথচ আমার এখানে সবসময় থাকাকে আমি প্রাধান্য দিব কেন? আমার পূর্বে যারাই দুনিয়াকে প্রাধান্য দিয়েছে, দুনিয়া তাদের ক্ষতিই করেছে, আমি একে কেন পছন্দ করবো? এটা ধ্বংস হয়ে মিশে যাবে, আমি এর প্রতি লোভ কেন করবো, কেননা আমার ঠিকানাতো অন্য কোথাও, আমি এর (দুনিয়া হাত ছাড়া হওয়ার) জন্য কেন আফসোস করবো? কেননা আল্লাহ তায়ালার শপথ! আমি জানি না যে, আমার গুনাহের কারণে আমার সাথে কিরূপ আচরণ করা হবে।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, আউন বিন আব্দুল্লাহ, ৪/২৮৫, নম্বর-৫৫৯৩)

## উদাসীনতা থেকে বাঁচার পদ্ধতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আমাদের বুয়ুর্গানে দ্বীনরা নিজেকে উদাসীনতা ও লোভ থেকে বাঁচাতে সর্বদা আখিরাতের চিন্তায় লিপ্ত থাকতেন। আমাদেরও তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে জীবদ্দশাতেই কবর ও হাশরের প্রস্তুতি শুরু করে দেয়া উচিত এবং উদাসীনতার ন্যায় অসুস্থতা থেকে মুক্তির জন্য এর প্রতিকার করা উচিত, কেননা প্রত্যেক রোগবলাই থেকে বাঁচার জন্য চিকিৎসার পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, যার উপর আমল করে আরোগ্য লাভ করা যায়। আসুন! উদাসীনতার ন্যায় দূরারোগ্য রোগ থেকে বাঁচার জন্য কয়েকটি পদ্ধতি (Methods) শ্রবণ করি এবং নিজের আখিরাত সাজাতে চেষ্টা করি।

### (১) দুনিয়াবী ভালবাসা থেকে বেঁচে থাকা!

বর্তমান যুগে নেকী থেকে দূরত্ব এবং উদাসীনতার গভীর গর্তে পতিত হওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে দুনিয়াবী ভালবাসা, যা মানুষকে হালাল ও হারামের পার্থক্য করা থেকে দূরত্ব করে দেয়, সুতরাং নিজের অন্তর থেকে দুনিয়াবী ভালবাসা বের করে দিন, কেননা এটিই সকল ফ্যাসাদের মূল। নবীয়ে রহমত,



শফীয়ে উম্মত, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: যাকে দুনিয়াবী ভালবাসার সূধা পান করানো হয়েছে, সে তিনটি জিনিসের স্বাদ অবশ্যই চেকে দেখবে। (১) এমন কঠোরতা, যা থেকে তার ক্লাস্তি দূর হবে না, (২) এমন লোভ, যা দ্বারা সে ধনী হবে না, (৩) এমন আকাঙ্ক্ষা, যা শেষ করতে পারবে না। সুতরাং যে দুনিয়াকে অন্বেষণ করলো, আখিরাত তার মৃত্যু পর্যন্ত তাকে খুঁজতে থাকবে, যখন সে মৃত্যুবরণ করবে তখন তা একে ধরে ফেলবে এবং যে আখিরাতকে অন্বেষণ করলো, দুনিয়া তাকে খুঁজতে থাকবে, এমনকি সে এর থেকে নিজের সম্পূর্ণ রিযিক অর্জন করে নেয়। (তাবারানী কবীর, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ, ১০/১৬২, নম্বর-১০৩২৮)

মেরে দিল সে দুনিয়া কি চাহাত মিটা কর, কর উলফত মে আপিনি ফানা ইয়া ইলাহী!

(ওয়সায়িলে বখশীশ, ১০৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

## (২) উত্তম সহচর্য অবলম্বন করা!

উদাসীনতায় ভরা জীবন থেকে পিছু ছাড়াতে নেককার লোকের সহচর্য অবলম্বন করণ, কেননা এর বরকতে আমাদের গুনাহ থেকে বাঁচার এবং নেকীর কাজ করার তৌফিক অর্জিত হবে। বর্তমান যুগে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশ উত্তম সহচর্য অর্জনের জন্য কোন মহান নেয়ামতের চেয়ে কম নয়, اَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ এই মাদানী পরিবেশের বরকতে এই পর্যন্ত লাখো মুসলমান গুনাহে ভরা জীবন ছেড়ে নেকীর কাজ সম্পাদনকারী হয়ে গেছে, আর মন্দ সহচর্য থেকে অবশ্যই বাঁচার চেষ্টা করণ, কেননা মন্দ সহচর্য আমাদের দুনিয়ার পাশাপাশি আখিরাত ধ্বংসেরও কারণ হতে পারে। বিভিন্ন হাদীসে মোবারাকায় মন্দ লোকের সহচর্য থেকে বাঁচার আদেশ দেয়া হয়েছে। যেমনটি এ সম্পর্কে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দু'টি বাণী শ্রবণ করণ এবং আমল করার চেষ্টা করণ।

১. ইরশাদ হচ্ছে: মন্দ সাথী থেকে বেঁচে থাকো, কেননা সে জাহান্নামের একটি টুকরো, তার ভালবাসা তোমায় উপকৃত করবে না এবং সে তোমার সাথে তার ওয়াদা পূরণ করবে না। (ফিরদাউসুল আখবার, ১/২২৪, হাদীস নং-১৫৭৩)

২. ইরশাদ হচ্ছে: মন্দ সাথী থেকে বেঁচে থেকো, কেননা তুমি তার সাথেই পরিচিত হবে (অর্থাৎ যেরূপ লোকের পাশে মানুষ বসে, লোকেরা তাকে তেমনই মনে করে)। (ইবনে আসাকির, আল হাসিন বিন জাফর বিন মুহাম্মদ বিন হামদান..., ১৪/৪৬)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

### (৩) বুয়ুর্গানে দ্বীনদের জীবনি অধ্যয়ন করা!

উদাসীনতা এবং গুনাহে ভরা জীবন থেকে পিছু ছাড়াতে, নিয়মিত নেকীর কাজ করতে, কোরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করার একটি উপায় হলো বুয়ুর্গানে দ্বীনদের জীবনি অধ্যয়ন করা এবং তাদের জীবনি ও আচরণ অনুযায়ী আমল করাও, কেননা আমাদের বুয়ুর্গানে দ্বীনরা সর্বদা আল্লাহ তায়ালার ইবাদত এবং আখিরাতের চিন্তায় বিভোর থাকতেন, এমনই একজন ব্যক্তিত্ব রয়েছে, যার ইলম ও আমল, আচরণ ও চরিত্র মোবারক অধ্যয়ন করার দ্বারা উদাসীনতা থেকে বেঁচে আখিরাতের চিন্তা নসীব হয়, সেই ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন বিশ্বমানের আলিম, হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সাযিয়্যুনা ইমাম গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর মোবারক সত্তা, যাঁর প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহ তায়ালার স্মরণ এবং আখিরাতের চিন্তায় অতিবাহিত হতো, তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ নিজের জ্ঞানের আগ্রহ এবং যোগ্যতা দ্বারা এমন এমন কৃতিত্ব রেখে গেছেন যে, তাঁর শিক্ষায় আজও ইসলামী দুনিয়া আলোকিত হচ্ছে, তাঁর মোবারক জীবনি থেকে উম্মতে মুসলিমা আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য, সুন্নাহের অনুসরণ, তাকওয়া ও পরহেযগারীতা এবং আরো অনেক নেক স্বভাবের প্রেরণা পায়, আসুন! বরকত অর্জন এবং রহমত বর্ষনের জন্য তাঁর মোবারক জীবনির সংক্ষিপ্ত কয়েকটি দিক সম্পর্কে শ্রবণ করি।

### নাম ও বংশ, জন্ম ও মৃত্যু:

তাঁর উপনাম আবু হামিদ, উপাধী হুজ্জাতুল ইসলাম (ইসলামের দলিল) এবং নাম হলো মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী শাফেয়ী, তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ৪৫০ হিজরী সনে ইরানের তুস জিলার তাবেরান এলাকায় জন্ম গ্রহণ করেন। (ইতিহাস সা'দাতিল মুত্তাকিন, কিতাবের ভূমিকা, ১/৯) প্রাথমিক জ্ঞান তাঁর নিজের শহরে অর্জন করেন, সেখানে তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ কুতবে ফিকাহ হযরত সাযিয়্যুনা আহমদ রায়কানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ থেকে

পড়েন, ২০ বছরের কম বয়সে তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ আরো উচ্চ শিক্ষার জন্য (ইরানের পূর্ব দিকের শহর) জুরজান তামারীফ নিয়ে যান, ৪৭৩ হিজরীতে (ইরানের প্রাচীন শহর) নিশাপুরে ইমামুল হারামাইন ইমাম আব্দুল মালিক জুইনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর দরবারে উপস্থিত হয়ে দ্বীনের জ্ঞান অর্জন, মানতিক এবং প্রজ্ঞা ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ দক্ষতা অর্জন করেন। (ইস্তিহাফুস সা'দাতিল মুত্তাকিন, কিতাবের ভূমিকা, ১/৯) হযরত সায্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গায়ালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর প্রতিটি রচনাই জ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার ভান্ডার, কিন্তু ইহইয়াউল উলুম এমন একটি কিতাব যার উদাহরণ কিতাবের মধ্যে পাওয়া কঠিন, এই কিতাবটি মানুষকে “পরিপূর্ণ মানুষ” বানাতে খুবই সহায়ক, প্রতিটি যুগে মাশায়িক ও আরেফিন, কুতুব ও আউলিয়া এবং ওলামা ও সূফীদের মনোযোগের কেন্দ্র ছিলো, অবশেষে ইমাম গায়ালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ রোজ সোমবার ১৪ জমাদিউস সানি ৫০৫ হিজরীতে তাবেরানে (তুস) এই নশ্বর দুনিয়া থেকে পরলোক গমন করেন এবং সেখানেই তাঁর মাযার মোবারক অবস্থিত।

## মাকতাবাতুল মদীনা মজলিশ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এমনই মহান ব্যক্তিত্বের শিক্ষাকে উম্মতে মুসলিমা পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য শায়খে তারিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ ১৯৮৬ সালে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা প্রতিষ্ঠা করেন। দা'ওয়াতে ইসলামীর এই বিভাগ (Department) থেকে প্রথমদিকে শুধু বয়ানের অডিও ক্যাসেট প্রকাশিত হতো, অতঃপর আল্লাহ তায়ালার দয়া ও অনুগ্রহে এবং হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দয়ার দৃষ্টিতে এমন উন্নতি সাধিত হয় যে, মাকতাবাতুল মদীনা থেকে যেমনিভাবে সুন্নাতে ভরা বয়ান ও মাদানী মুযাকারার লাখে লাখ ক্যাসেট এবং ভিডিও সিডি (VCDs) দুনিয়া জুড়ে পৌঁছে যাচ্ছে, তেমনি ইমাম গায়ালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর কিতাবের বাংলা অনুবাদ, আলা হযরত, আমীরে আহলে সুন্নাত এবং আল মদীনা তুল ইলমিয়ার কিতাবাদীও অধিকহারে ছাপিয়ে জনসাধারণের হাতে পৌঁছানো হচ্ছে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

## বয়ানের সারমর্ম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকের সাপ্তাহিক ইজতিমায় আমরা উদাসীনতা সম্পর্কে শুনলাম যে,

- উদাসীনতার কারণে মানুষ ইলমে দ্বীন থেকে দুরে সরে যায়।
- উদাসীনতার কারণে মানুষ নিজের আখিরাতকে ভুলে যায়।
- উদাসীনতার কারণে মানুষ গুনাহে লিপ্ত হয়ে যায়।
- উদাসীনতার কারণে মানুষ জাহান্নামের গভীর গর্তে পতিত হয়।
- উদাসীনতার কারণে মানুষ আল্লাহর স্মরণ এবং আল্লাহর আনুগত্য থেকে দুরে সরে যায়।
- উদাসীনতার কারণে মানুষ সর্বদা ধন সম্পদ উপার্জনের লোভে লিপ্ত থাকে।

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে নেক আমল করার এবং উদাসীনতা থেকে বাঁচার তৌফিক দান করুক।

أَمِينٌ بِجَاوِلِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ  
صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় “সুন্নাত ও আদব” বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। মদীনার তাজেদার, হযুরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।” (মিশকাতুল মাসাবীহ, ২য় খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস-১৭৫)

সীনা তেরে সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা জান্নাত মে পরোসী মুখে তুম আপনা বানানা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ এর রিসালা “১০১ মাদানী ফুল” থেকে জুতা পরিধানের সুন্নাত ও আদব শ্রবণ করি।

## জুতা পরিধানের সুন্নাত ও আদব

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: (১) অধিকহারে জুতা ব্যবহার করো, কেননা মানুষ যতক্ষণ জুতা ব্যবহার করতে থাকে, সে আরোহী অবস্থায় থাকে (অর্থাৎ কম ক্লান্ত হয়)। (মুসলিম, ১১২১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২০৯৬) (২) জুতা পরার পূর্বে ঝেড়ে

নিন, যাতে পোকা মাকড় বা পাথর ইত্যাদি বের হয়ে যায়। (৩) সর্বপ্রথম ডান পায়ে জুতা পরিধান করণ এরপর বাম পায়ে, খুলতে প্রথমে বাম পায়ে জুতা অতঃপর ডান পায়ে। রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: তোমাদের কেউ যখন জুতা পরিধান করে, তবে ডান দিক থেকে শুরু করা উচিত এবং যখনই খুলে তবে বাম দিক থেকে শুরু করা উচিত। যাতে ডান পায়ে জুতা পরার সময় প্রথমে এবং খুলতে সবশেষে হয়। (বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ৬৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫৮৫৫) ‘নুজহাতুল ক্বারী’ কিতাবে রয়েছে: মসজিদে প্রবেশ করার সময় হুকুম হচ্ছে প্রথমে ডান পা দিয়ে প্রবেশ করা এবং বের হওয়ার সময় এ হাদীসে পাকের উপর আমল করা কঠিন। আ’লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর সমাধান এভাবে করেন; যখনই মসজিদে যাওয়া হয় প্রথমে বাম পায়ে জুতা খুলে জুতার উপর রাখুন অতঃপর ডান পায়ে জুতা খুলে মসজিদে প্রবেশ করণ আর মসজিদ থেকে বের হতে বাম পা বের করে জুতার উপর রাখুন অতঃপর ডান পা বের করে জুতা পরে নিন এরপর বাম পায়ে জুতা পরে নিন। (নুজহাতুল ক্বারী, ৫ম খন্ড, ৫৩০ পৃষ্ঠা) (৪) পুরুষ পুরুষালী ও মহিলারা মেয়েলী জুতা পরবে। (৫) কেউ হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا কে বললো যে, এক মহিলা (পুরুষের মতো) জুতা পরিধান করে, তিনি বললেন: রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ পুরুষালী মেয়েদের উপর অভিশাপ দিয়েছেন। (আবু দাউদ, ৪র্থ খন্ড, ৮৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪০৯৯) সদরুশ শরীয়া হযরত আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: অর্থাৎ মহিলাদের পুরুষ সুলভ জুতা পরিধান করা উচিত নয় বরং ঐ সমস্ত বিষয় যা দ্বারা পুরুষ ও মহিলার মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, এ সমস্ত প্রতিটি বিষয়ে একে অপরের অনুরূপ করা নিষেধ। পুরুষ মেয়ে সুলভ আকার ধারণ করবে না, মহিলাগণ পুরুষ সুলভ আকার ধারণ করবে না। (বাহারে শরীয়াত, ১৬তম খন্ড, ৬৫ পৃষ্ঠা) (৬) যখনই বসবেন জুতা খুলে নিন, এতে পা আরাম পাবে। (৭) দারিদ্রতার একটি কারণ এটাও যে, উল্টো জুতা দেখে তা ঠিক না করা। “দওলাতে বে যাওয়াল” কিতাবে লিখেছেন: যদি সারারাত উল্টো জুতা পড়ে রইলো তবে শয়তান এর উপর শান শওকত সহকারে বসে, সেটা তার আসন। (সুন্নী বেহেশতী যেওর, ৫ম খন্ড, ৬০১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

বিভিন্ন সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ২টি রিসালা, ২৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত “১০১ মাদানী ফুল” এবং ৪৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত “১৬৩ মাদানী ফুল” উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষণের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে দা’ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

মুবাকো জযবা দেয় সফর করতা রাহৌ পরওয়ারদিগার

সুন্নাতে কি তরবিয়্যত কি কাফেলে মে বারবার। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩৩৫পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

## দা’ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত

### ৬টি দরুদ শরীফ ও ২টি দোয়া

#### (১) বৃহস্পতিবার রাতের দরুদ শরীফ:

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْحَبِيبِ الْعَالِي  
الْقَدْرِ الْعَظِيمِ الْجَاهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ

বুয়ুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরুদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনুর صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, রহমতে আলম, নুরে মুজাস্‌সম, হুযুর পুরনুর صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ’লা সায্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিনাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

#### (২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَلِّمْ

হযরত সায্যিদুনা আনাস رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি এ দরুদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।” (আফযালুস সালাওয়াতি আ’লা সায্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

## (৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরুদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

## (৪) ছয়লক্ষ দরুদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِي عِلْمِ اللَّهِ صَلَاةً دَائِمَةً بَدًا وَإِمْرًا مُلْكِ اللَّهِ

হযরত আহমদ সাভী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ কতিপয় বুয়ুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরুদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরুদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়।

(আফখালুস সালাওয়াতি আ'লা সায্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসুন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

## (৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى لَهُ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো হুযরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ আশ্চর্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন হুযর পুরনুর ইরশাদ করলেন: “সে যখন আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।” (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

## (৬) দরুদে শাফায়াত:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি এভাবে দরুদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।” (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

## (১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَ أَهْلُهُ

হযরত সাযিয়্যুনা ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, মক্কী মাদানী আকা, উভয় জাহানের দাতা, হযুর পুরনুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।” (মাজমাউয যাওয়ানিদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস: ১৭৩০৫)

## (২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْخَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ

رَبِّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

সহনশীল দয়ালু আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)